[২০১৯] ১৩ এস. সি. আর. ৪৪২

এম. হরিহরসুধন

বনাম

আর. কারমেগাম এবং অন্যরা

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৮০৬৯)

১৭, অক্টোবর, ২০১৯

[মোহন এম. শান্তনগৌদার এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিদ্বয়]

তামিলনাড়ু সম্পত্তি (ক্ষতি ও ক্ষতি প্রতিরোধ) আইন, ১৯৯২:

ধারা, ৭, ১০ এবং ১৪-আইনটি দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারকে বাদ দেয় কিনা-উচ্চ আদালত বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে বলে যে যদিও দেওয়ানি এখতিয়ারের উপর কোনও স্পষ্ট বাধা নেই, কিন্তু যেহেতু আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি সরবরাহ করে, তাই ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতি অন্তর্নিহিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল-সুপ্রিম কোর্টে আপিল-অনুষ্ঠিতঃ আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি কেবল অতিরিক্ত প্রতিকারের প্রকৃতির-এটি আইনের বিধানগুলি থেকে স্পষ্ট যে এটি দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারকে স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় অন্তর্নিহিতভাবে বাদ দেয় না-ধারা ১৪ ক্ষতির জন্য মামলা গ্রহণ করার জন্য দেওয়ানি আদালতের সমবর্তী এখতিয়ারকে স্বীকৃতি দেয়-তামিলনাড়ু সম্পত্তি (ক্ষতি ও ক্ষতি প্রতিরোধ) আইন, ১৯৯২-এখতিয়ার।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

বলেছে ঃ ১. বিশেষভাবে গঠিত ট্রাইবুনেল দ্বারা দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার অপসারণের প্রশ্নটি, নীচের শর্তগুলি পূরণ না করা পর্যন্ত সহজেই অনুমান করা যাবে না। যেখানে সংবিধিতে বিশেষ ট্রাইবুনেলগুলির আদেশগুলিকে চূড়ান্ততা দেওয়া হয়েছে সেখানে দেওয়ানি আদালতগুলির এখতিয়ার অবশ্যই বাদ দিতে হবে যদি দেওয়ানি আদালতগুলি সাধারণত কোনও মামলায় যা করে তা করার পর্যাপ্ত প্রতিকার থাকে। যেখানে কোনও প্রকাশ্য বর্জন নেই, প্রতিকার এবং নির্দিষ্ট আইনের পরিকল্পনার পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয় অভিপ্রায় খুঁজে বের করার জন্য এবং তদন্তের ফলাফল নির্ণায়ক হতে পারে। পরবর্তী ক্ষেত্রে এটি দেখা প্রয়োজন যে আইনটি একটি বিশেষ অধিকার বা দায় তৈরি করে এবং এর জন্য বিধান করে

অধিকার বা দায়বদ্ধতার নির্ধারণ এবং আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত অধিকার এবং দায়বদ্ধতার বিষয়ে সমস্ত প্রশ্ন এইভাবে গঠিত ট্রাইবুনেল দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং দেওয়ানি আদালতে সাধারণত পদক্ষেপের সাথে সম্পর্কিত প্রতিকারগুলি উক্ত আইন দ্বারা নির্ধারিত হয় কি না। [অনুচ্ছেদ ৬] [৪৪৮-ই-জি; ৪৪৯-বি-সি]

ধুলাভাই বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (১৯৬৮)। ৩ এস. সি. আর ৬৬২-অনুসরণ করা হয়েছে।

২. উপরন্তু, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে তামিলনাড়ু সম্পত্তি (ক্ষতি ও ক্ষতি প্রতিরোধ) আইন, যা ১৯৯২ সালে প্রণীত হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি ও ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত ছিল। তামিলনাড়ু সরকারি সম্পত্তি (ক্ষতি ও ক্ষতি প্রতিরোধ) আইন, ১৯৯৪-এর মাধ্যমে এই আইনটি সংশোধন করা হয়েছিল, যা সরকারি সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য তামিলনাড়ু সরকারি গেজেটে এক্সট্রাঅর্ডিনারি '০৯.০৮.১৯৯৪'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আইনের অধীনে প্রণীত বিধিগুলি '০৯.০৪.১৯৯৪'-তে কার্যকর হয়েছিল, অর্থাৎ, আইন সংশোধনের আগে। যদিও পরবর্তীতে গেজেট অর্ডার মেমোরান্ডাম নং ১২৮৫, হোম (কোর্ট ।V) তারিখ ২৪.১০.১৯৯৪-এ কিছু সংশোধনী করা হয়েছিল, তবুও এটি প্রমাণিত হয় যে রাজ্য সরকার নিয়মাবলীতে সংশোধনী করতে গিয়ে একটি নজরদারির সৃষ্টি করেছে এবং জনসাধারণের সম্পত্তি ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির ক্ষতির দাবি এবং মূল্যায়নের জন্য কোনো প্রক্রিয়া প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্পূর্ণ বিধিমালাটি খালি পড়ে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে রাজ্য সরকার সংশোধিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং যথাযথ প্রয়োগের সুবিধার্থে যথাযথভাবে বিধি সংশোধন করার ক্ষেত্রে তদারকি করেছে। [অনুচ্ছেদ ৯। [৪৫৩-বি-ডি, জি]

৩. এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, বিধিমালাটি সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য একটি পদ্ধতি প্রদান করে, তবে আইনের প্রকল্পটি দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার অপসারণের পরিকল্পনা করে না। [অনুচ্ছেদ ১০] [৪৫৩-এইচ; ৪৫৪-এ]

৪. বিধিমালা বিস্তারিতভাবে পড়ে, আক্ষরিক অর্থে নয়, এটা স্পষ্ট যে-আইনটি, বিধিমালা সহ, দুটি উপায়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। প্রথমত, এটি আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য যে কোনও অপরাধের জন্য বিচারের শেষে প্রদান করা যেতে পারে, অথবা অভিযুক্তদের উপর আরোপিত জরিমানা থেকে পরিশোধ করার আদেশ দেওয়া যেতে পারে।

এটি ফৌজদারি আদালতের ফৌজদারি কার্যবিধির, ৩৫৭ ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতার অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, ১০ ধারার অধীনে পরিকল্পিত কোনও আবেদনের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যেতে পারে, নিয়মের অধীনে পরিকল্পিত সংক্ষিপ্ত তদন্তের পরে। এটি ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য গ্রাহক সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর অধীনে পরিকল্পিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির কিছুটা অনুরূপ। এটি নির্দেশ করবে যে আইন এবং বিধিমালা সম্পত্তির ক্ষতি এবং ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিকার প্রদান করে। [অনুচ্ছেদ ১১]

৫. এটা স্পষ্ট যে ধারা ৭ স্পষ্টভাবে একই বিষয় সম্পর্কিত আইনের অধীনে ফৌজদারি কার্যধারার পরে একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করার সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়, যেখানে আদালত যদি দেওয়ানি মামলার বিচার করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, তবে আইনের ৭ ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত বা পুনরুদ্ধার করা কোনও পরিমাণ বিবেচনা করতে হবে। এটি এই যুক্তিতে দাঁড়ায় না যে আইনটি দেওয়ানি আদালতের সমবর্তী এখতিয়ার বাদ দিয়ে পরবর্তী দেওয়ানি মামলা দায়ের করার অনুমতি দেবে। উপরন্তু, আইনের ১০ ধারার অধীনে পরিকল্পিত ক্ষতিপূরণ দাবি করার সংক্ষিপ্ত প্রতিকার, বিধিগুলির সাথে পাঠ করা, ক্ষতির জন্য মামলা দায়ের করতে বাধা দেয় না। ধারা ১৪-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই আইনটি আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইন ছাড়াও এবং অবমাননাকর নয়। এটি আরও আদেশ দেয় যে, এই আইনে অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই কোনও ব্যক্তিকে তদন্তের মাধ্যমে বা অন্য কোনওভাবে যে কোনও কার্যধারা থেকে অব্যাহতি দেবে না যা এই আইনের অধীনে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা যেতে পারে। "আইন" বলবৎ থাকবে সাধারণ আইন অন্তর্ভুক্ত করবে, যার অধীনে ক্ষতির যন্ত্রণাদায়ক প্রতিকার দাবি করা যেতে পারে, যার প্রতিকার কেবল দেওয়ানি আদালতে করা যেতে পারে। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে, ধারা ১৪-এর মাধ্যমে আইনটি স্পষ্টভাবে স্বীকার করে যে দেওয়ানি আদালতের সমবর্তী এখতিয়ার ক্ষতির জন্য মামলা গ্রহণ করবে। ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর ৩ নং ধারাটি আইনের ১৪ নং ধারার অনুরূপ, যেখানে বলা হয়েছে যে ১৯৮৬ সালের আইনটি বলবৎ অন্যান্য আইনের অতিরিক্ত এবং অবমাননাকর নয়। [অনুচ্ছেদ ১৩ এবং ১৪]

পাইওনিয়ার আরবান ল্যান্ড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া [২০১৯] ৮ এস. সি. সি ৪১৬; কর্ণাটক রাজ্য বনাম বিশ্বভারতী হাউস বিল্ডিং সমবায় সমিতি (২০০৩) ২ এস. সি. সি ৪১২: [২০০৩১ ১ এস. সি. আর ৩৯৭; ইন্ডিয়ান মেডিকেল

অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভি. পি. শান্তা (১৯৯৫) ৬ এস. সি. সি ৬৫১: [১৯৯৫] ৫ সম্পূরক. এস. সি. আর ১১০-নির্ভরশীল।

৬. আইনের ১৪ ধারা, কার্যকর অন্যান্য আইনের বিধানগুলির পাশাপাশি এবং অবমাননাকর না হওয়ায়, কোনও ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আইনের ১০ ধারার অধীনে পরিকল্পিত প্রতিকার গ্রহণের পরিবর্তে ত্রাণের জন্য দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার অনুমতি দেয়। স্পষ্টতই, আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি কেবলমাত্র একটি অতিরিক্ত প্রতিকারের প্রকৃতির যা একই ত্রাণের জন্য দেওয়ানি মামলা দায়ের করার পরিবর্তে অনুসরণ করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১৪]

৭. উপরন্তু, এটা স্পষ্ট যে যেহেতু ১০ ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত কার্যধারার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে, তাই এটি কোনও দেওয়ানি আদালতে অনুসরণ করা যেতে পারে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে এমন প্রতিকারের সম্পূর্ণ বিকল্প হিসাবে দাঁড়ায় না, যদিও দেওয়ানি আদালতের কিছু ক্ষমতা আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি নির্ধারণকারী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়। সুতরাং, আইনটি সাধারণ আইনের অধীনে ক্ষতির দাবির জায়গায় দাঁড়ায় না এবং বাধা দেয় না যা কোনও দেওয়ানি মামলায় দেওয়ানি আদালতের সামনে নির্ধারণের জন্য পড়তে পারে। আইনটি দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারকে স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় প্রভাব দ্বারা বাদ দেয় না। [অনুচ্ছেদ ১৫ এবং ১৬]

<u>মামলা আইন প্রসঙ্গ</u>

১৯৬৮ (৩) এস. সি. আর. ৬৬২ অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুসরণ করেছে

[২০১৯] ৮ এস. সি. সি. ৪১৬ অনুচ্ছেদ ১৪.১-এর উপর নির্ভর করেছে

[২০০৩] ১ এস. সি. আর. ৩৯৭ অনুচ্ছেদ ১৪.১-এর উপর নির্ভর

[১৯৯৫] ৫ সম্পূরক এস. সি. আর. ১১০ অনুচ্ছেদ ১৪.২-এর উপর নির্ভর করেছে।

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানী আপিল নং, ৮০৬৯, ২০১৯ সালের।

২০১৮ সালের এ. এস. (এম. ডি) নং ১৪৩-এ মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চের রায় ও আদেশ থেকে, ২৯/০৩/২০১৮।

ভি. গিরি, বীরা কাথিরওয়ান, সিনিয়র অ্যাডভ., মুথু সরন, এম. পি. পার্থিবন, এ. এস. বৈরাওয়ান, হার্দিক গৌতম, আইনজীবীগণ আপিলকারীর পক্ষে।

জি. শিববালামুরুগান, আইনজীবী উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন **মোহন এম. শান্তনগৌদার, বিচারপতি**।

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. তাত্ক্ষণিক আপিলটি মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ দ্বারা ২০১৮ সালের এ. এস. (এম. ডি.) নং ১৪৩-এ পাস করা চূড়ান্ত রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়, যা ২০১৬ সালের ও. এস. নং ১৮৬-এ (এখানে উত্তরদাতাদের) ব্যর্থ আসামীদের দ্বারা দায়ের করা আপিলের অনুমতি দেয়, যেখানে আপিলকারীর দ্বারা দায়ের করা ক্ষতির মামলাটি মাদুরাইয়ের প্রথম অতিরিক্ত জেলা বিচারক দ্বারা জারি করা হয়েছিল।

৩. এই আপিলের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি হল তামিলনাড়ু সম্পত্তি (ক্ষতি ও ক্ষতি প্রতিরোধ) আইন, ১৯৯২ (সংক্ষেপে "আইন")-এর আলোকে আপিলকারীর দায়ের করা ক্ষতির মামলাটি রক্ষণযোগ্য কিনা, যা আইনটি দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার বাদ দেয় কিনা তার উপর নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে, আপিলকারীর দ্বারা অভিযুক্ত মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

৩.১. আপিলকারী মাদুরাইতে একটি হোটেল চালান। তিনি তাঁর বাবার মালিকানাধীন একটি প্লট সংলগ্ন জমি কিনেছিলেন, যেখানে তিনি ২০১৪ সালে নির্মাণ শুরু করেছিলেন। আপিলকারীর বাবা নিষেধাজ্ঞার ত্রাণের জন্য উত্তরদাতা নং ৭৮৩ এর বিরুদ্ধে ২০১৪ সালের ও. এস নং ৭৮৩ দায়ের করেছিলেন, কারণ উত্তরদাতা নং। আপিলকারীর সম্পত্তির সামনে একটি নির্মাণ স্থাপন শুরু করেছিলেন যা আপিলকারীর বাবার সম্পত্তিতে অবাধ প্রবেশাধিকারকে বাধা দেয়। যদিও উক্ত মামলায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আদেশ পাস করা হয়েছিল, উত্তরদাতা নং ১ নির্বিশেষে তার নির্মাণ সম্পন্ন করেছিলেন। পরে, মামলা দায়ের করার ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে, উত্তরদাতা নং, ১, কিছু অনুচরদের সাথে, আপিলকারীর সম্পত্তির কিছু নির্মাণ সামগ্রীর ক্ষতি করে, যার ফলে ২.২৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। আপিলকারী ফলস্বরূপ পুলিশের কাছে প্রথম তথ্য দায়ের করেন এবং ১ নম্বর উত্তরদাতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ নথিভুক্ত করা হয়, যিনি পরে আপিলকারীর হোটেলের শো-কেসের কাঁচটি পাথর ছুঁড়ে ক্ষতিগ্রস্থ করেন এবং হোটেলে গাড়ি চালিয়ে তার স্বয়ংক্রিয় কাচের দরজা ক্ষতিগ্রস্থ করেন। উত্তরদাতা ২ ও ৩ নম্বর হোটেলে অনধিকার প্রবেশ করেন এবং ২ লক্ষ টাকারও বেশি নগদ নিয়ে যান। আপিলকারী তার আহত কর্মীদের চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য ৭৩,০০০ টাকা ব্যয় করেন এবং পরবর্তীকালে ২০১৬ সালের ১৮৬ নং ও. এস. দায়ের করেন।

৩.২ ট্রায়াল কোর্ট ২০১৬ সালের ১ নং ও. এস. নং ১৮৬-এ এই মর্মে রায় দেয় যে, আবেদনকারী মামলা দায়েরের তারিখ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত ৯ শতাংশ হারে সুদ সহ আনুপাতিক খরচ সহ ১ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। ট্রায়াল কোর্টের সামনে মামলার রক্ষণাবেক্ষণ কোনও সমস্যা ছিল না।

৩.৩. উচ্চ আদালত আপিলে মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা, প্রয়োজনীয় পক্ষগুলির জামিন অযোগ্য এবং পদক্ষেপের কারণ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য পয়েন্ট তৈরি করেছে। যদিও এটি বলা হয়েছিল যে মামলাটি প্রয়োজনীয় পক্ষগুলির জামিন অযোগ্যদের পক্ষে খারাপ নয় এবং অকালে দায়ের করা হয়নি, তবে ডিক্রিটি কেবল এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাতিল করা হয়েছিল যে মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয়। উচ্চ আদালত খুঁজে পেয়েছে যে আইনে দেওয়ানি এখতিয়ারের উপর কোনও স্পষ্ট বাধা নেই। যাইহোক, এটি বলেছিল যে যেহেতু আইনটি আইনের ১০ এবং ১১ ধারায় সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছে, সেইসাথে তামিলনাড়ু সম্পত্তি (ক্ষতি ও ক্ষতি প্রতিরোধ) বিধিমালা, ১৯৯৪-এর ৪ নং বিধিতে (সংক্ষেপে "বিধি"), ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতি অন্তর্নিহিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং এইভাবে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার পরোক্ষভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

৪. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী মিঃ ভি গিরি যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদিও হাইকোর্ট সঠিকভাবে রায় দিয়েছে যে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের উপর কোনও স্পষ্ট বাধা নেই, তবে এটি এই রায় দিতে ভুল করেছে যে আইনটি অন্তর্নিহিতভাবে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারকে বহিষ্কার করেছে-প্রকৃতপক্ষে, এর বিধানগুলি ইঙ্গিত দেয় যে এই ধরনের এখতিয়ার আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রতিকারের সাথে একযোগে বিদ্যমান।

৪.১ প্রখ্যাত সিনিয়র কাউন্সেল প্রথমে আইনের ধারা ৭(৪)-এর উল্লেখ করেন, যা প্রদান করে যে আদালত কর্তৃক ধারা ৭-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ পরবর্তী সিভিল মামলায় একই বিষয়ে ক্ষতিপূরণের অর্ডার দেওয়ার সময় হিসাব করা হবে। তিনি দাবি করেন যে ধারা ৭(৪) সিভিল মামলার দায়েরের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়, এবং তাই ইঙ্গিতভাবে সিভিল কোর্টের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ধারা ৭-এর কাঠামো ১৯৭৩ সালের দণ্ডবিধি (সংক্ষেপে "সি আর.পি.সি.") এর ধারা ৩৫৭-এর একটি নিকটবর্তী ভাষাগত প্রতিলিপি, যা একটি ফৌজদারি আদালতের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কিত, কিন্তু এটি পরবর্তী সিভিল মামলায় ক্ষতিপূরণের দায়েরের জন্যও হিসাব করে।

৪.২ দ্বিতীয়ত, আইনের ১৪ ধারার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, যা আইনের বাইরে প্রবর্তিত কার্যধারা সংরক্ষণ করে, এই যুক্তি দেওয়ার জন্য যে

ধুলাভাই বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, ১৯৬৮ (৩) এস. সি. আর. ৬৬২ মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে শিক্ষিত প্রবীণ আইনজীবী জোর দিয়েছিলেন যে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের উচ্ছেদ সহজেই অনুমান করা উচিত নয়।

৫. অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের জন্য শিক্ষিত কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে আইন ও বিধিমালা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড গঠন করে এবং প্রয়োজনীয় প্রভাব দ্বারা দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারকে বাতিল করে দেয়। তিনি বলেছিলেন যে বিধিগুলি ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ তৈরি করে এবং এইভাবে ধুলাভাই (সুপ্রা)-এর সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে, যেখানে এটিও বলা হয়েছিল যে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার অবশ্যই বাদ দেওয়া উচিত যখন কোনও সংবিধানে বিশেষভাবে পর্যাপ্ত এবং পর্যাপ্ত প্রতিকার সরবরাহ করা হয় যা সাধারণত একটি দেওয়ানি আদালতে পদক্ষেপের সাথে যুক্ত হবে। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারকে স্বীকৃতি দিতে হলে আইন ও বিধির প্রকল্পটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

৬. এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, এই আইনের অধীনে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারে ক্ষতিপূরণের মামলা গ্রহণ করার জন্য কোনও সুস্পষ্ট বাধা নেই। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের কেবল নির্ধারণ করতে হবে যে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার প্রয়োজনীয় প্রভাব দ্বারা নিষিদ্ধ কিনা। ধুলাবাই (সুপ্রা)-তে বর্ণিত নীতিগুলি এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। বিশেষভাবে গঠিত ট্রাইবুনেল দ্বারা দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার অপসারণের প্রশ্ন নিয়ে মোকাবিলা করার সময়, এই আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তগুলি পূরণ না করা পর্যন্ত এই ধরনের বহিষ্কার সহজেই অনুমান করা যাবে না। আমাদের সামনে প্রশ্নটি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, আমাদের কেবল এই আদালত কর্তৃক ধুলাভাই (সুপ্রা)-তে নির্ধারিত নিম্নলিখিত শর্তগুলি উল্লেখ করতে হবেঃ

> "... (১) যেখানে আইনে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আদেশের চূড়ান্ততা প্রদান করা হয়েছে, সেখানে সিভিল কোর্টের বিচারিক ক্ষমতা বাদ দেওয়া যেতে হবে যদি সেখানে যথেষ্ট প্রতিকার থাকে যা সিভিল কোর্ট সাধারণত একটি মামলায় করবে। তবে, এমন বিধান বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেখানে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানগুলি পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করা হয়নি অথবা আইনগত ট্রাইব্যুনাল মৌলিক বিচারিক প্রক্রিয়ার নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করেনি।
>
> (২) যেখানে আদালতের এখতিয়ারের একটি সুস্পষ্ট বাধা রয়েছে, সেখানে খুঁজে বের করার জন্য নির্দিষ্ট আইনের পরিকল্পনার একটি পরীক্ষা

পর্যাপ্ততা বা প্রদত্ত প্রতিকারের পর্যাপ্ততা প্রাসঙ্গিক হতে পারে তবে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার বজায় রাখার জন্য সিদ্ধান্তমূলক নয়।

> যেখানে কোনও স্পষ্ট বর্জন নেই সেখানে প্রতিকারের পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট আইনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার জন্য তদন্তের ফলাফল নির্ণায়ক হতে পারে। পরের ক্ষেত্রে এটি দেখা প্রয়োজন যে আইনটি বিশেষ অধিকার বা দায় তৈরি করে এবং অধিকার বা দায়বদ্ধতার নির্ধারণের ব্যবস্থা করে এবং আরও উল্লেখ করে যে উক্ত অধিকার এবং দায় সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্ন এইভাবে গঠিত ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং দেওয়ানি আদালতে ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত প্রতিকারগুলি সাধারণত সি দ্বারা নির্ধারিত হয় কিনা।
>
> X X X
>
> (৭) দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার বাদ দেওয়া যদি না উপরের শর্তগুলি প্রযোজ্য হয় তবে সহজেই অনুমান করা যায় না।
>
> (জোর দেওয়া হয়েছে)

৬,১ সুতরাং, মূলত, আমাদের নির্ধারণ করতে হবে যে আইনটি কোনও মামলায় দেওয়ানি আদালত সাধারণত যা করবে তার পর্যাপ্ত চূড়ান্ত প্রতিকার সরবরাহ করে কিনা, যাতে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার অবশ্যই বাতিল হয়ে গেছে বলে অনুমান করা আবশ্যক। এই আলোকে আইন ও বিধির পরিকল্পনাটি অবশ্যই এফ পরীক্ষা করা উচিত।

৭. আইনের ১ নং ধারাটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সূচনা নিয়ে কাজ করে, এবং ২ নং ধারাটি সংজ্ঞা নিয়ে কাজ করে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, উপ-ধারা (৪) "সম্পত্তি" কে সংজ্ঞায়িত করে যে কোনও ব্যক্তির মালিকানাধীন বা দখলে থাকা বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা যন্ত্রপাতি, যার মধ্যে রয়েছে উপ-ধারার (ক) থেকে (জে) ধারার অধীনে তালিকাভুক্ত এফ সংস্থাগুলি, উদাহরণস্বরূপ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং কোনও প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা উদ্যোগ। ধারা ৩,৪ এবং ৫ আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের কথা উল্লেখ করে, যেখানে ধারা ৬ জামিন মঞ্জুর সম্পর্কিত।

৭.১, ধারা ৭, যা আমাদের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু, সি পুনরুৎপাদন যোগ্যঃ

" ৭**, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশঃ-** (১) এই আইনের অধীনে কোনও অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড আরোপ করার সময়, আদালত রায় দেওয়ার সময়, উদ্ধারকৃত অর্থদণ্ডের সম্পূর্ণ বা যে কোনও অংশ প্রয়োগ করার নির্দেশ দিতে পারে -

(ক) প্রসিকিউশনে যথাযথভাবে ব্যয় করার ক্ষেত্রে;

(খ) অপরাধের ফলে যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও ক্ষতি বা আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে;

(গ) পূর্ববর্তী রাজ্যে প্রতিস্থাপন বা পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে, যে কোনও রাস্তা, সেতু, নাব্য চ্যানেল, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সহ সম্পত্তি।

(২) আপীল সাপেক্ষে কোনও মামলায় আরোপিত জরিমানা যদি আপীল উপস্থাপনের জন্য অনুমোদিত সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার আগে বা আপীলের সিদ্ধান্তের আগে আপীল উপস্থাপনের আগে এই ধরনের কোনও অর্থ প্রদান করা হবে না।

(৩) এই ধারার অধীনে একটি আদেশ আপিল আদালত বা হাইকোর্ট দ্বারা তার পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়ও করা যেতে পারে।

(৪) একই বিষয় সম্পর্কিত পরবর্তী কোনও দেওয়ানি মামলায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময়, আদালত এই ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত বা আদায় করা যে কোনও পরিমাণ বিবেচনা করবে।

(৫) অন্যথায় বিধান করা ব্যতীত, যখন কোনও আদালত কোনও সাজা আরোপ করে, যার মধ্যে জরিমানা কোনও অংশ নয়, তখন আদালত রায় দেওয়ার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে আদেশ দিতে পারে, যে কাজের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার কারণে যে ব্যক্তির কোনও ক্ষতি বা আঘাত হয়েছে তাকে আদেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য।

৭.২. স্পষ্টতই, ৭ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে, যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনও অপরাধের বিচারকারী আদালত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর অর্থদণ্ডের সাজা আরোপ করে, সেখানে ১টি ধারা (খ)-তে উল্লিখিত অপরাধের ফলে হওয়া কোনও ক্ষতি বা আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আংশিক বা সম্পূর্ণ অর্থদণ্ডের আদেশ দিতে পারে। একই সময়ে, উপ-ধারা (৫)-এ বলা হয়েছে যে, যদি কোনও আদালত কেবল কারাবাসের সমন্বিত আইনের অধীনে কোনও সাজা আরোপ করে, তবে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পৃথকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে।

৭.২. ১ এই পর্যায়ে এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ৮ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আইনের অধীনে অপরাধের বিচার প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা আদালতের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনও আদালত দ্বারা করা যাবে না।

৭.২.২ ধারা ৭ (৩) অনুসারে, ধারা ৭-এর অধীনে একটি আদেশ, যার মধ্যে-উপ-ধারা (১) এবং (৫) উভয়ের অধীনে আদেশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, করা যেতে পারে

একটি আপিল আদালত বা হাইকোর্ট দ্বারা পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে। তবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল উপ-ধারা (৪), যা বিশেষভাবে বিধান করে যে একই বিষয় সম্পর্কিত পরবর্তী দেওয়ানি মামলায়, যদি দেওয়ানি আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, তবে এটি আইনের ৭ ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত বা আদায় করা যে কোনও পরিমাণ বিবেচনা করবে।

৭.৩. ধারা ৯-এ বলা হয়েছে যে, আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনও রাজনৈতিক দল বা সাম্প্রদায়িক, ভাষা বা জাতিগত গোষ্ঠী কর্তৃক আয়োজিত কোনও মিছিল, সমাবেশ, আন্দোলন, বিক্ষোভ বা অন্য কোনও কার্যকলাপের সময় এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে আদালত ধরে নেবে যে, অপরাধটি এমন কোনও দল বা গোষ্ঠী দ্বারাও করা হয়েছে, যারা এই আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে কোনও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ।

৭.৪. ধারা ১০ (১) ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের দাবির সাথে সম্পর্কিত, যা ক্ষতি বা ক্ষতির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি বা ধারা ২ (৪) এর (ক) থেকে (জে) ধারায় নির্দিষ্ট কোনও কর্তৃপক্ষ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও কর্মকর্তা দ্বারা করা যেতে পারে। উপ-ধারা (২) বিধান করে যে ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য প্রতিটি আবেদন নির্ধারিত বিন্যাসে হবে।

৭.৫ ধারা ১১ (১)-এ বিধান করা হয়েছে যে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতিটি দাবি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে করা হবে। উপ-ধারা (২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের সময় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনা করা বিষয়গুলির ব্যবস্থা করে এবং উপ-ধারা (৩) বিধান করে যে এই কর্তৃপক্ষকে আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। উপ-ধারা (৪) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (সংক্ষেপে "সিপিসি")-তে প্রদত্ত দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা দেয় শপথের উপর সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে, সাক্ষীদের উপস্থিতি, আবিষ্কার এবং নথি এবং বস্তুগত উদ্দেশ্যগুলির উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং নির্ধারিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে।

৭.৬. আইনের ধারা ১২-এ বলা হয়েছে যে, ধারা ১১-এর অধীনে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের পরে কালেক্টরকে একটি শংসাপত্র জারি করতে পারে, যিনি জমি রাজস্বের বকেয়া আদায়ের মতো একই পদ্ধতিতে আদায় করবেন। ধারা ১২-এ ধারা ১১-এর অধীনে একটি আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে, যাতে বলা হয়েছে যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করা যেতে পারে। উপ-ধারা (২) বিশেষভাবে বিধান করে যে আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এবং প্রশ্ন করা হবে না

যে কোনও আইন আদালত। ধারা ১৩ রাজ্য সরকারকে এই আইনের অধীনে নিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা প্রদান করে।

৭.৭. ধারা ১৪ হল সঞ্চয়ের বিধান। যেহেতু অনেক কিছু এই বিধানের চারপাশে ঘোরে, তাই আমরা এটি নীচে পুনরুত্পাদন করিঃ

" ১৪, সঞ্চয়.-এই আইনের বিধানগুলি বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইনের অতিরিক্ত হবে এবং অবমাননাকর হবে না এবং এখানে অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই কোনও ব্যক্তিকে তদন্তের মাধ্যমে বা অন্য কোনও কার্যধারা থেকে অব্যাহতি দেবে না যা এই আইন ব্যতীত তার বিরুদ্ধে চালু করা যেতে পারে।

৭.৮ ধারা ১৫, আইনের শেষ বিধান, তামিলনাড়ু সরকারি সম্পত্তি (ধ্বংস ও ক্ষতি প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮২ বাতিল করে।

৮. আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য রাজ্য সরকার এই বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। ধারা ২ (৪)-এর ধারা (ক) থেকে (জে)-এ নির্দিষ্ট কোনও কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা বা নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্পত্তির ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য কে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে এবং কোন পদ্ধতিতে তা বিধি ৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, বিধি ৪-এ রাজস্ব প্রশাসনের কমিশনার বা তাঁর দ্বারা অনুমোদিত যে কোনও কর্তৃপক্ষকে বিধি ৩-এর অধীনে করা ক্ষতিপূরণ দাবির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উপযুক্ত হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। উপ-নিয়মে (২) বলা হয়েছে যে, সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এবং কোনও আদালতে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হবে না। উপ-নিয়মে (৩) সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় বিবেচনা করার জন্য কিছু অতিরিক্ত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.১. ৫ থেকে ১০ নং বিধিমালা তদন্ত প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে, যার মধ্যে রয়েছে ত্রুটি সংশোধন, লিখিত বিবৃতি দাখিল করা, পক্ষগুলিকে নোটিশ দেওয়া, সমন জারি করা এবং প্রয়োজনে আইনজীবীদের উপস্থিতি। ১১ নং বিধিমালা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তি পরিদর্শন করার ক্ষমতা দেয়, যেখানে ১২ নং বিধিমালা কর্তৃপক্ষের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাবর সম্পত্তি হাজির করার অনুমতি দেয়। ১৩ নং বিধিমালা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের ভ্রমণ ব্যয় নিয়ে কাজ করে। ১৪ নং বিধিমালা প্রয়োজনীয় যে কোনও ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। ১৫ নং বিধিমালা বলে যে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি সাক্ষীর প্রমাণের উপাদানের একটি স্মারকলিপি রেকর্ড করতে হবে। বিধি ১৬-এ বলা হয়েছে যে অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ তদন্তের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহায়তা নিতে পারে। বিধি ১৭ থেকে ১৯-এর জন্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন

সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়গুলির একটি রেকর্ড তৈরি করার, তদন্তের কার্যধারার একটি সংক্ষিপ্ত ডায়েরি/বজায় রাখার এবং প্রতিটি পয়েন্টের উপর সংক্ষিপ্তভাবে তার অনুসন্ধানগুলি রেকর্ড করার এবং এই জাতীয় ফলাফলের কারণগুলি রেকর্ড করার কর্তৃত্ব। সিপিসি প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি ২০, জিও দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছিল। মিসেস নং ১২৮৫, হোম (IV আদালত), তারিখ ২৪.১০.১৯৯৪। বিধি ২১, ক্ষতিপূরণ পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে।

৯. অতিরিক্তভাবে, এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে ১৯৯২ সালে প্রণীত আইনটি প্রথমে কেবলমাত্র জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষতি এবং ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত ছিল। পরে, এই আইনটি ১৯৯৪ সালের **তামিলনাড়ু পাবলিক প্রপার্টি (ক্ষতি এবং ক্ষতির প্রতিরোধ)** আইন দ্বারা সংশোধিত হয়, যা ০৯.০৮.১৯৯৪ তারিখে তামিলনাড়ু সরকারের গেজেট এক্সট্রা অর্ডিনারিতে প্রকাশিত হয়, এবং এর মাধ্যমে জনসাধারণের সম্পত্তি ছাড়াও অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। আইনের অধীনে গঠিত বিধিমালা ০৯.০৪.১৯৯৪ তারিখে কার্যকর হয়, অর্থাৎ আইন সংশোধিত হওয়ার আগে। যদিও পরবর্তীতে বিধিমালায় কিছু সংশোধনী করা হয়েছিল, গেজেট অর্ডার মেমোরান্ডাম নং ১২৮৫, হোম (কোর্ট IV) তারিখ ২৪.১০.১৯৯৪ অনুযায়ী, এটি প্রমাণিত হয় যে রাজ্য সরকার বিধিমালাগুলিতে একটি নজরদারির সৃষ্টি করেছে এবং যথাযথভাবে সংশোধন করে আইন সংশোধনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিধিমালাগুলি প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে, জনসাধারণের সম্পত্তি ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতির দাবির জন্য কোনো প্রক্রিয়া প্রদান করা হয়নি। যেমনটি ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে, **বিধি ৩**, যা ক্ষতিপূরণ দাবি করার কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে, তা শুধুমাত্র জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের আবেদন নিয়ে কাজ করে। তেমনি, **বিধি ৪(১)**, যা ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে, এটি স্পষ্ট করে না যে কোন কর্তৃপক্ষের কাছে বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতির জন্য আবেদন করা উচিত। একই সময়ে, **বিধি ৪(২)** বলে যে জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন চূড়ান্ত হবে, তবে বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের কী হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। আবার, **বিধি ৪(৩)** জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করে এবং বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে তা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। সর্বমোট বিধিমালাগুলির সরল পাঠে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে রাজ্য সরকার বিধিমালাগুলিকে সঠিকভাবে সংশোধন করতে একটি নজরদারি করেছে, যাতে সেগুলি সংশোধিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং যথাযথভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায়।

১০. যদিও আমরা ধরে নিই যে, বিধিগুলি জনসাধারণের ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার পাশাপাশি দাবি করার জন্য একটি পদ্ধতি প্রদান করে

ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আমরা আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেলের যুক্তিতে জোর পাই যে আইনের প্রকল্পটি দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার অপসারণের পরিকল্পনা করে না।

১১. উপরে উল্লিখিত নিয়মাবলীর বিস্তারিত পাঠে, আক্ষরিক অর্থে নয়, এটা স্পষ্ট যে আইনটি, নিয়মাবলীর সাথে, দুটি উপায়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। প্রথমত, এটি আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য যে কোনও অপরাধের জন্য বিচারের শেষে প্রদান করা যেতে পারে, বা অভিযুক্তদের উপর আরোপিত জরিমানা থেকে পরিশোধ করার আদেশ দেওয়া যেতে পারে। এটি ফৌজদারি কার্যবিধির এর ধারা ৩৫৭ এর অধীনে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতার অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, নিয়মের অধীনে পরিকল্পিত সংক্ষিপ্ত তদন্তের পরে, ধারা ১০ এর অধীনে পরিকল্পিত একটি আবেদনের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যেতে পারে। এটি ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ (সংক্ষেপে "১৯৮৬ আইন")-এর অধীনে ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য পরিকল্পিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির সাথে কিছুটা মিল। এটি নির্দেশ করবে যে আইন এবং বিধিমালা সম্পত্তির ক্ষতি এবং ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিকার প্রদান করে। এই ভিত্তিতেই উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি জমা দিয়েছিলেন যে দেওয়ানি আদালতের ক্ষতির জন্য মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমবর্তী এখতিয়ার রয়েছে বলে বলা যায় না।

১২. তবে, এই ধরনের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য। আমরা প্রথমে এই আইনের অধীনে কোনও অপরাধের বিচারের পরে ফৌজদারি আদালত কর্তৃক ৭ ধারার অধীনে প্রদত্ত পুরস্কার বা ক্ষতিপূরণের বিধানের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। এটি স্পষ্ট যে এই বিধানটি স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেয় যে একই বিষয় সম্পর্কিত আইনের অধীনে ফৌজদারি কার্যধারার পরে একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে দেওয়ানি মামলার বিচারকারী আদালত যদি ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, তবে আইনের ৭ ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত বা পুনরুদ্ধার করা যে কোনও পরিমাণ বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি যুক্তিসঙ্গত নয় যে আইনটি দেওয়ানি আদালতের সমবর্তী এখতিয়ার বাদ দিয়ে পরবর্তী দেওয়ানি মামলা দায়ের করার অনুমতি দেবে।

১৩. উপরন্তু, আইনের ১০ ধারার অধীনে পরিকল্পিত ক্ষতিপূরণ দাবি করার সংক্ষিপ্ত প্রতিকারও, বিধিগুলির সাথে পড়ে, ক্ষতির জন্য মামলা দায়ের করতে বাধা দেয় না। এই বিষয়ে আইনের ১৪ ধারা গুরুত্বপূর্ণ, যা স্পষ্টভাবে প্রদান করে যে আইনটি ১s ছাড়াও, এবং এই মুহূর্তে বলবৎ অন্য কোনও আইনের অবমাননা নয়। এটি আরও আদেশ দেয় যে এই আইনে অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই কোনও ব্যক্তিকে তদন্তের মাধ্যমে বা অন্য কোনও কার্যধারা থেকে অব্যাহতি দেবে না যা আইনের অধীনে ব্যতীত তার বিরুদ্ধে চালু করা যেতে পারে। "আইন" বলবৎ থাকবে সাধারণ আইন অন্তর্ভুক্ত করবে, যার অধীনে ক্ষতির যন্ত্রণাদায়ক প্রতিকার দাবি করা যেতে পারে, যা কেবল দেওয়ানি আদালতে প্রতিকার করা যেতে পারে।

সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে আইনটি, ধারা ১৪-এর মাধ্যমে, ক্ষতির জন্য একটি মামলা গ্রহণ করার জন্য দেওয়ানি আদালতের সমবর্তী এখতিয়ারকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেয়।

১৪. এই ক্ষেত্রে, ১৯৮৬ সালের আইনের ৩ নং ধারাটি উল্লেখ করা দরকারী হবে, যা আইনের ১৪ নং ধারার অনুরূপ, যেখানে বলা হয়েছে যে ১৯৮৬ সালের আইনটি অন্যান্য আইনের অতিরিক্ত এবং অবমাননাকর নয়ঃ

" ৩. অন্য কোনও আইনের অবমাননা না করে আইন করুন-এই আইনের বিধানগুলি অন্য কোনও আইনের বিধানের অতিরিক্ত হবে এবং আপাতত বলবৎ থাকা অন্য কোনও আইনের বিধানের অবমাননা করবে না।

১৪.১, এই বিধানটি বহুবার এই আদালতে বিবেচিত হয়েছে, যাতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে গ্রাহক ফোরামগুলির সামনে প্রাপ্ত প্রতিকার একটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ একাধিক প্রতিকারগুলির মধ্যে কেবল একটি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি, এই আদালত **পাইওনিয়ার আরবান ল্যান্ড অ্যান্ড ইনফ্রাসত্রাকছার লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া** (ডাবলু. পি. (সি) নং ৪৩/২০১৯, ০৯.০৮.২০১৯ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া) মামলায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে ১৯৮৬ সালের আইন, **রিয়েল এস্টেট (রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) আইন, ২০১৬**, এবং **দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬** এর অধীনে ফ্ল্যাট বরাদ্দকারীদের জন্য প্রতিকারগুলি একত্রে উপলব্ধ। তবে, আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী, আমরা ১৯৮৬ সালের আইনের ধারা ৩-এর সিভিল কোর্টের বিচারিক ক্ষমতার উপর প্রভাব পর্যালোচনা করতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারি। **কর্ণাটক রাজ্য বনাম বিশ্বভারতী হউস বিল্ডিং করপরাসন সোসাইটি**, (২০০৩) ২ এস সি সি ৪১২ মামলায় নিম্নলিখিত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সহায়ক, যেখানে এই আদালত ব্যাখ্যা করেছে যে ১৯৮৬ সালের আইন সিভিল কোর্টের বিচারিক ক্ষমতা বাতিল করে না:

> "৪৬. আইনের ধারা ৩-এর বিধান দ্বারা, এটা স্পষ্ট যে সেখানে প্রদত্ত প্রতিকারগুলি অন্য আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রতিকারগুলির বিরুদ্ধে নয়। উক্ত আইন সিভিল কোর্ট বা অন্যান্য আইনি কর্তৃপক্ষের বিচারিক ক্ষমতা বাতিল করে না, বরং তা সম্পূরক।
>
> x x x
>
> ৫৩. ... তদুপরি, মূলত ফোরামগুলির/কমিশনের বিচারিক ক্ষমতা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। যদি কোনো অভিযোগকারী মনে করেন যে সিভিল কোর্টে একটি নিষেধাজ্ঞা আদেশের জন্য তার একটি ভালো এবং কার্যকর প্রতিকার হতে পারে, তাহলে তিনি সন্দেহাতীতভাবে একটি উপযুক্ত সিভিল কোর্টে মামলা করতে পারেন অথবা অন্যান্য আইনে প্রদত্ত কিছু অন্যান্য প্রতিকার গ্রহণ করতে পারেন।"

(বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে)

১৪.২, আমরা ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভি. পি. শান্তা, (১৯৯৫) ৬ এস. সি. সি ৬৫১-এ তার আগের সিদ্ধান্তে এই আদালতের দ্বারা প্রদত্ত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলিও উল্লেখ করতে পারি, যেখানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় যে ভোক্তা ফোরামগুলি চিকিৎসা অবহেলার মাধ্যমে পরিষেবাতে ঘাটতি সম্পর্কিত অভিযোগগুলি মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিল, এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

> " ৩৭... বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার প্রয়োজনীয় জটিল বিষয়গুলির সাথে জড়িত অভিযোগের ক্ষেত্রে, অভিযোগকারীকে যথাযথ ত্রাণের জন্য দেওয়ানি আদালতে যেতে বলা যেতে পারে। আইনের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে এই আইনের বিধানগুলি বর্তমানে কার্যকর অন্য কোনও আইনের বিধানগুলির অতিরিক্ত হবে এবং অবমাননা করবে না, ভোক্তার প্রয়োজনীয় ত্রাণের জন্য দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে... "
>
> (জোর যোগ করা হয়েছে)

১৪.৩ আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই আইনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রস্তাব প্রাসঙ্গিক। এই আইনের ১৪ ধারা, 'প্রচলিত অন্যান্য আইনের বিধানের অবমাননা না করে, কোনও ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আইনের ১০ ধারার অধীনে পরিকল্পিত প্রতিকার পাওয়ার পরিবর্তে, যদি তিনি চান তবে ত্রাণের জন্য দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার অনুমতি দেয়। স্পষ্টতই, এই আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি কেবল একটি অতিরিক্ত প্রতিকারের প্রকৃতির যা একই ত্রাণের জন্য দেওয়ানি মামলা দায়ের করার পরিবর্তে অনুসরণ করা যেতে পারে।

১৫. উপরন্তু, এটি স্পষ্ট যে যেহেতু ১০ ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত কার্যধারার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে, তাই এটি কোনও দেওয়ানি আদালতে অনুসরণ করা যেতে পারে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে এমন প্রতিকারের সম্পূর্ণ বিকল্প হিসাবে দাঁড়ায় না, যদিও দেওয়ানি আদালতের কিছু ক্ষমতা আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি নির্ধারণের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়।

১৬. আইন ও বিধির সম্পূর্ণ পরিকল্পনার মূল্যায়নের পরে এবং ধুলাভাই (উপরে উল্লিখিত) দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষাগুলির দিকে নজর দেওয়ার পরে, আমরা এই বিবেচিত মতামত পোষণ করি যে আইনটি সাধারণ আইনের অধীনে ক্ষতির দাবির জায়গায় দাঁড়ায় না এবং বাধা দেয় না যা কোনও দেওয়ানি মামলায় দেওয়ানি আদালতের সামনে নির্ধারণের জন্য পড়তে পারে। বিষয়টির এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, আমরা নিজেদেরকে এই অপ্রতিরোধ্য উপসংহারে নিয়ে এসেছি যে আইনটি দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারকে স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় প্রভাব দ্বারা সরিয়ে দেয় না এবং উচ্চ আদালত এখানে উত্তরদাতাদের দায়ের করা আপিলের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছে এই বলে যে, আপিলকারীর দায়ের করা মামলাটি রক্ষণযোগ্য ছিল না।

১৭. উপরে উল্লিখিত মামলাটি রক্ষণযোগ্য হিসেবে রায় দেওয়ার পরে, ট্রায়াল কোর্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে অগ্রসর হয়। সিপিসির ৯৬ ধারার অধীনে দায়ের করা হাইকোর্টে আপিলটি কেবল মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কিত প্রাথমিক পয়েন্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আমাদের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে মামলাটি রক্ষণযোগ্য, বিষয়টি যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথম আপিলের শুনানির জন্য হাইকোর্টে প্রেরণ করতে হবে।

১৮. তদনুসারে, আপিল অনুমোদিত হয় এবং ফলস্বরূপ, হাইকোর্টের রায়টি বাতিল করা হয়। প্রথম আপিলটি যোগ্যতার ভিত্তিতে ২০১৮ সালের এ. এস. (এম. ডি) নং ১৪৩ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি হাইকোর্টে প্রেরণ করা হয়।

কল্পনা কে ত্রিপাঠী *আপিল অনুমোদিত।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu